দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 10 JUL 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

# ঢাবিতে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। 'তুলনামূলক কম ফলধারীদের' নিয়োগ দিতে দুটি পদের বিপরীতে চারজনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক।

তারা জানিয়েছেন, নিয়োগের জন্য সুপারিশকৃতদের মধ্যে দুজন অনেক পেছনের সারিতে। তারপরও লবিংয়ের জোরে মেধাবীদের টপকে তাদেরই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে বিভাগ থেকে।

জানা গেছে, বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে গত ২০ ডিসেম্বর ছুটিজনিত শূন্যপদের বিপরীতে দুটি অস্থায়ী লেকচারার পদে নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। আবেদনপত্র যাচাই-বাচাই করে ১৮ জনকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়। পর পর দুবার মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত হওয়ার পর গত ৭ জুন তা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেকশন বোর্ডে চারজনকে নির্বাচন করে গত ১৪ জুন তা সিন্ডিকেট মিটিংয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। নির্বাচিতরা হলেন– শফিউল ইসলাম রনি, আয়েশা সিদ্দিকা, সাদিয়া আফরিন পাপড়ি ও শাহলা শাহরিন। তাদের মধ্যে শাহলা শাহরিন অনার্সে ৩.৫৯ পেয়ে তৃতীয় স্থান এবং এক বছর বিরতি দিয়ে (অনিয়মিত) মাস্টার্সে ৩.৬৫ পেয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন। সাদিয়া-আফরিন পাপড়ি ৩.৬০ পেয়ে অনার্সে দ্বিতীয় স্থান এবং মাস্টার্সে ৩.৬৫ পেয়ে ৫ম স্থান অধিকার করেন। নিয়োগকৃত চারজনের এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৭

## ঢাবিতে শিক্ষক নিয়োগে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মধ্যে তিনজনই বরিশাল অঞ্চলের। বিভাগের সাবেক একজন প্রভাবশালী শিক্ষকের ইশারাতেই তার পছন্দের এই তিনজনকে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ শিক্ষকদের। ওই বিভাগে বর্তমানে বেশিরভাগ শিক্ষক এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারী বরিশাল জেলার বাসিন্দা। এ নিয়ে অন্য অঞ্চলের শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে বিভাগের এক ছাত্রীকে ব্যাচভিত্তিক নিয়োগের রেওয়াজ থাকায় পঞ্চম ব্যাচের একজনকে এক বছর ড্রপ দিয়ে ষষ্ঠ ব্যাচের সঙ্গে মাস্টার্স করার পরামর্শ দেওয়া হয়। তারপরও তিনি ভালো রেজাল্ট করতে পারেননি। চতুর্থ স্থান অধিকার করলেও তাকেই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বদাই মেধাকে মূল্যায়ন করা হয়। কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।